যথাযোগ্য মর্যাদায় দর্শনায় মহান বিজয় দিবস পালিত

যথাযোগ্য মর্যাদায় দর্শনায় মহান বিজয় দিবস পালিত হয়েছে। বিজয় দিবস উপলক্ষে দর্শনার বিভিন্ন সংগঠনের উদ্যোগে র্যালি, ক্রীড়া, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

মঙ্গলবার সকাল সাড়ে ৮টায় বিভিন্ন রাজনৈতিক, সামাজিক, পেশাজীবী ও সাংস্কৃতিক সংগঠন নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানে জাতীয় ও দলীয় পতাকা উত্তোলন করেন। পরে সকাল সাড়ে ৮টায় এসব সংগঠন র্যালি করে দর্শনা কেরু আনন্দ বাজার বিজয় স্তম্ভে পুষ্পমাল্য অর্পণ করেন।

এরপর সকাল সাড়ে ৯টায় কেরু অ্যান্ড কোম্পানির উদ্যোগে দর্শনা কেরু হাসপাতালে রোগীদের মাঝে খাবার বিতরণ করেন কেরু ব্যবস্থাপনা পরিচালক রাব্বিক হাসান।

দর্শনা পৌরসভা, বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল, কেরু চিনিকল কর্তৃপক্ষ, দর্শনা অনিবার্ণ থিয়েটার, দর্শনা বালিকা বিদ্যালয়, বাংলাদেশ জাসদ, বাম গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট, দর্শনা প্রেসক্লাব, বাংলাদেশ কমিউনিস্ট পার্টি (সিপিবি), কেরু মুক্তিযোদ্ধা সন্তান সংসদ, দর্শনা রেল বাজার দোকান মালিক সমিতি, দর্শনা কাস্টমস, দর্শনা মৌচাক সামাজিক সংস্থা, ওয়েভ ফাউন্ডেশন, দর্শনা আঁচল ব্যান্ড সংগীত গোষ্ঠী, লিটল অ্যাঞ্জেলস স্কুল, দর্শনা আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজ, দর্শনা উইমেন্স ক্লাব, পূর্ব রামনগর সরকারি বিদ্যালয়সহ বেশ কয়েকটি প্রতিষ্ঠান র্যালিতে অংশ নেয়।

র্যালি শেষে এসব প্রতিষ্ঠানে দোয়া ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

দর্শনা কেরু চিনিকলের উদ্যোগে বর্ণাঢ্য র্যালি ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। এর মধ্যে সকাল ৮টায় শহীদ বেদিতে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন কেরু চিনিকলের ব্যবস্থাপনা পরিচালক রাব্বিক হাসান, মহাব্যবস্থাপক (কারখানা) সুমন কুমার সাহা, ফাইন্যান্স ও অর্থ বিভাগের আব্দুছ ছাত্তার, জিএম (কৃষি) আশরাফুল আলম ভূঁইয়া, এডিএম মির্জা গালিবসহ অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দ। পরে রাব্বিক হাসানের সহযোগিতায় কেরু হাসপাতালে রোগীদের মাঝে খাবার বিতরণ করা হয়।

এদিন ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশিত হয়। এছাড়া বিভিন্ন

সাংস্কৃতিক সংগঠন নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানে নানা কর্মসূচি পালন করে।

দর্শনায় যথাযোগ্য মর্যাদায় শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবস পালিত

দর্শনায় যথাযোগ্য মর্যাদায় শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবস পালিত হয়েছে। আজ শনিবার সকাল ১০টায় দর্শনা সরকারি কলেজের আয়োজনে দিবসটি পালিত হয়।

১৯৭১ সালের ১০ ডিসেম্বর থেকে ১৪ ডিসেম্বরের মধ্যে দর্শনা সরকারি কলেজের তিনজন শিক্ষক অধ্যক্ষ মোঃ লতাফত হোসেন জোয়ার্দ্দার, অধ্যাপক মোঃ রফিকুল ইসলাম ও অধ্যাপক মোঃ নাসীর উদ্দিনকে কলেজ থেকে পাকবাহিনী ধরে নিয়ে যায়। এরপর থেকে আজও ওই তিনজন শিক্ষক নিখোঁজ রয়েছেন। তাঁদের স্মরণে আজ শনিবার দর্শনা সরকারি কলেজের আয়োজনে আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়।

সভা শুরুর আগে পবিত্র কোরআন থেকে তেলাওয়াত করেন মাহমুদুল হাসান এবং গীতা পাঠ করেন অন্তর। আলোচনা সভা ও দোয়া অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন দর্শনা সরকারি কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর মোঃ রফিকুল ইসলাম। তিনি তাঁর বক্তব্যে বলেন, ১৯৭১ সালে পরাজিত শত্রুরা এ দেশকে মেধাশূন্য করতে আমাদের সূর্যসন্তানদের বাড়ি বাড়ি থেকে ধরে নিয়ে গিয়ে নির্মমভাবে হত্যা করে। একইভাবে দর্শনা সরকারি কলেজের তিনজন শিক্ষককেও কোথাও নিয়ে গিয়ে হত্যা করা হয়েছে বলে ধারণা করা হয়, কিন্তু আজ পর্যন্ত তাঁদের কোনো খোঁজ পাওয়া যায়নি।

অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন দর্শনা সরকারি কলেজের সহযোগী অধ্যক্ষ মফিজুর রহমান, সাবেক দামুড়হুদা উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান ও জেলা জামায়াতে ইসলামীর সহকারী সেক্রেটারি আব্দুল কাদের, দর্শনা পৌর বিএনপির যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ও সমন্বয়ক ইকবাল হোসেন, দর্শনা সরকারি কলেজের সাবেক ভিপি হারুন অর রশিদ, বিএনপি সমন্বয়ক মাহবুবুল ইসলাম খোকন, দর্শনা থানা জামায়াতে ইসলামীর সেক্রেটারি মাহবুবুর রহমান টুকু, দর্শনা পৌর আমির সাইকুল ইসলাম অপু এবং

বিএনপির অন্যতম নেতা খন্দকার আব্দুল মুন্নাফ।

এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন দর্শনা সরকারি কলেজ ছাত্রদলের সভাপতি মোফাজ্জেল হোসেন মোফা, ছাত্রশিবিরের সভাপতি হামজা ফরাজি, সাধারণ সম্পাদক পলাশ আহমেদ প্রমুখ। অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন দর্শনা সরকারি কলেজের বাংলা বিভাগের শিক্ষক মুকুল হোসেন।

দামুড়হুদায় যথাযোগ্য মর্যাদায় মহান বিজয় দিবস পালন

“বিজয়ের দ্যুতিতে জাগে প্রাণ, বৈষম্য রুধিতে করি জীবন দান” এই স্লোগানকে সামনে রেখে দামুড়হুদায় ১৬ ডিসেম্বর মহান বিজয় দিবস যথাযোগ্য মর্যাদায় উদযাপন উপলক্ষে উপজেলা প্রশাসনের আয়োজনে দিন ব্যাপী বিভিন্ন কর্মসূচি পালন করা হয়েছে।

১৬ ই ডিসেম্বর (সোমবার) সূর্যদয়ের সাথে সাথে ৩১ বার তোপধ্বনীর মাধ্যমে দিবসটির শুভ সূচনা করা হয়। এরপরে সকাল ৮টায় নাটুদাহ আটকবর স্মৃতিসৌধে পুস্পস্তাবক অর্পণ, উপজেলা চত্বরে জাতীয় সঙ্গীতের সাথে সাথে আনুষ্ঠানিক ভাবে জাতীয় পতাকা উত্তোলন, আড়ম্বরপূর্ণ ভাবে বিজয় মেলার উদ্বোধন, উপজেলা অডিটোরিয়াম হলে বীর মুক্তিযোদ্ধা ও শহীদ মুক্তিযোদ্ধা পড়িবারের সদস্যদের সংবর্ধনা ও বিজয় দিবসের তাৎপর্য শীর্ষক আলোচনা সভা ও শিশু কিশোরদের চিত্রাংকন প্রতিযোগীতাসহ দিন ব্যাপী বিভিন্ন কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়।

মহান বিজয় দিবস অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেন দামুড়হুদা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মমতাজ মহল। এসময় তিনি বলেন, আজ ১৬ ডিসেম্বর মহান বিজয় দিবস। আমাদের চিরগৌরবের দিন।আজ পৃথিবীর মানচিত্রে লাল-সবুজের পতাকার স্থান পাওয়ার দিন। বাংলাদেশ নামে নতুন একটি স্বাধীন ভূখণ্ডের আত্মপ্রকাশ ঘটে এদিন।

১৯৭১ সালের দীর্ঘ ৯ মাস রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের শেষে এই দিনে বিজয় ছিনিয়ে এনেছিল বীর বাঙালি। আজকের দিনটি একদিকে যেমন এ দেশের